সংবাদ প্রতিদিন

SANGBAD PRATIDIN 21 SEPTEMBER 2013

P/10

দৃষ্টি সংশোধনে ল্যাসিক পদ্ধতি

চোখের অত্যধিক পাওয়ার, মোটা কাচের চশমা শুধু সৌন্দর্যের পথে অন্তরায় নয়। সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রেও নানা সমস্যা তৈরি করতে পারে। এর সহজ সমাধানে রয়েছে ল্যাসিক সার্জারি। জানাচ্ছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ জয়াংশু সেনগুপ্ত

দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে রেলের চালকের কাজ করেন আনন্দ সাহা। প্রতি বছরই শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষার আগে তিনি আতঙ্কে ভোগেন, চোখের অত্যধিক পাওয়ারের কারণে তাঁকে চালকের কাজ ছেড়ে 'অফিস জবে' চলে যেতে হবে না তো।

একই সমস্যায় ভোগেন সুদর্শনা রায়। বিয়ের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অন্তরায় মোটা কাচের চশমা। কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে শুষ্ক চোখের সমস্যায় ভোগেন সুদর্শনা।

বড় হয়ে সফল ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখে অভিমন্যু। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই মোটা কাচের চশমা তার খেলাধুলোর পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। বাবা-মা চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলে তাঁরা জানিয়েছেন, আঠারো বছরের আগে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

প্রতিদিনই এই সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য রোগী আসেন। সকলের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও অধিকাংশ রোগীর রোগ নিরাময় সম্ভব। লেসার অ্যাসিস্টেড ইন সিটু কেরাটো মিলিউসেস বা ল্যাসিক সার্জারি পদ্ধতিতে চোখের দৃষ্টি সংশোধন করা হয়। আঠারো বছর বয়সের পর শেষ তিন বছর যদি রোগীর চোখের পাওয়ার একইরকম থাকে, কোনওরকম বাড়া-কমা না হয় তাহলে এই অস্ত্রোপচার সম্ভব। এই অস্ত্রোপচারে রোগী নির্ভুল দৃষ্টি ফিরে পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা হলেও দিনে দিনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে পদ্ধতিটি নির্ভুল হয়েছে। আগে ল্যাসিক করা হলেও চোখে সামান্য পাওয়ার থেকে যেত। যার জন্য চশমা বা কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে হত। গত ৩০ বছর ধরে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে নতুন যে পদ্ধতি এসেছে তাতে চিকিৎসকের ভূমিকা কম। অধিকাংশ কাজই যন্ত্র করে। ফলে নির্ভুল হওয়ার হারও অনেক বেশি। দৃষ্টির যতটা সংশোধন দরকার যন্ত্র ঠিক

ততটাই করে। উন্নত ব্যবহারে অস্ত্রোপচারে সংক্রমণের সম্ভাবনাও অনেক কমেছে।

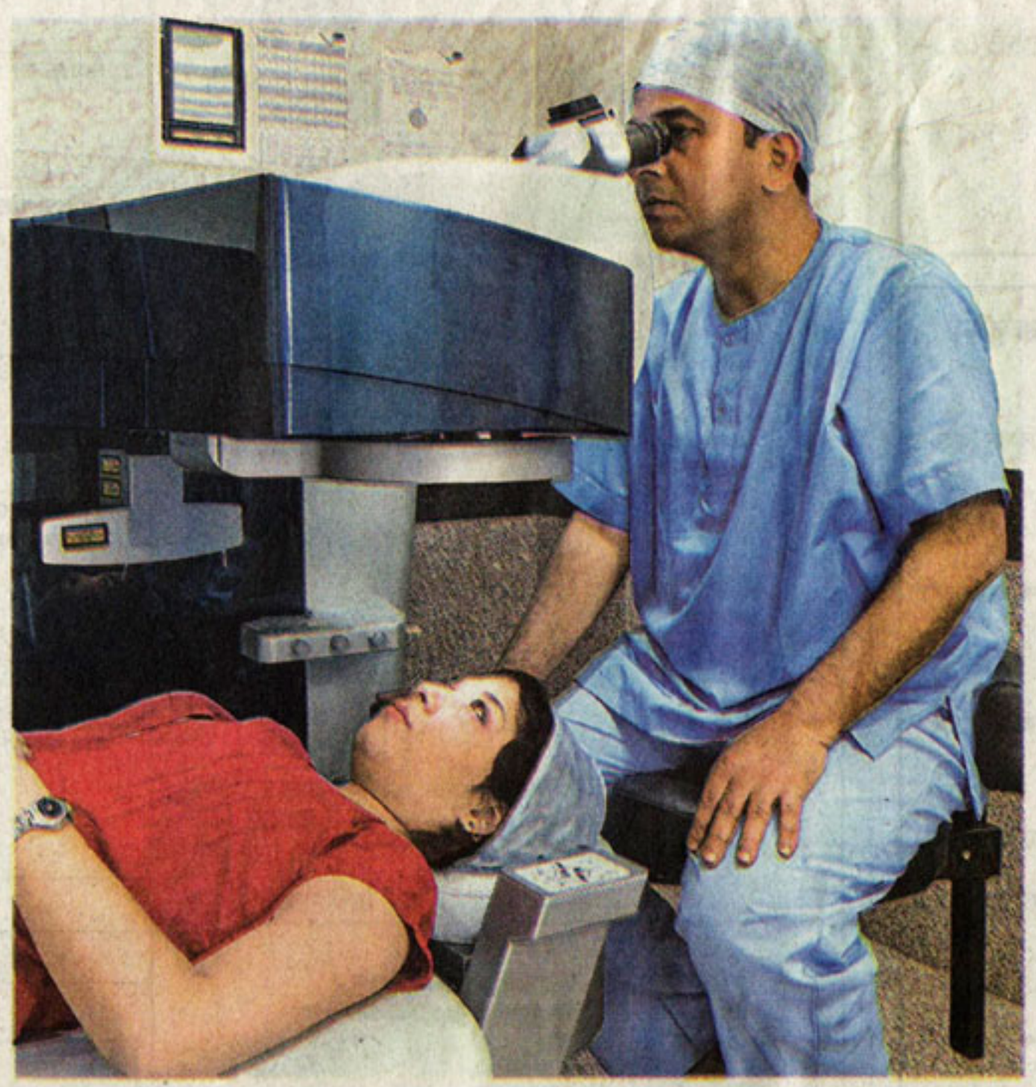

তবে অস্ত্রোপচার করার আগে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়। কর্নিয়ার স্বাস্থ্য, রোগীর পাওয়ার সবই পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। মাইনাস ১০ এর নিচে ও প্লাস ৬ এর উপরে পাওয়ার থাকলে এই অস্ত্রোপচার সম্ভব নয়। ল্যাসিক সার্জারির আগে কর্নিয়ার ক্ষমতা ও পাওয়ার মিলিয়ে নেওয়াও জরুরি। কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের পরে অনিয়মিত পাওয়ারের সমস্যা থাকলেও ল্যাসিক করা যেতে পারে। তবে ল্যাসিক করব বললেই করা যায় না। কার এই চিকিৎসা করা যাবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকই স্থির করবেন। চোখে অন্য কোনও সমস্যা থাকলে ল্যাসিক সার্জারি করার আগে চিকিৎসা করে তা নিরাময় করে নেওয়া জরুরি।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। লেসার সার্জারির পর চোখ শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য অস্ত্রোপচারের মতো এক্ষেত্রেও সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে যদিও তা এতটাই কম যে উপেক্ষা করা যেতে পারে। অস্ত্রোপচারের আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সঠিকভাবে করা না হলে বিপদ হতে পারে। তবে সমস্যা ও সাফল্যের অনুপাতে সমস্যা এতটাই কম থাকে যে তা গুরুত্ব পায় না।

প্রধানত রেলের চালক, খেলোয়াড়, পুলিশ, মিলিটারি প্রভৃতি পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং কনট্যাক্ট লেন্স বা চশমা ব্যবহারে যাঁদের সমস্যা রয়েছে তাঁরা এই অস্ত্রোপচার করান।

যোগাযোগ প্রিয়ম্বদা বিড়লা অরবিন্দ আই হাসপাতাল (বেলভিউ ক্যাম্পাস)
৮৪২০০০৮০০০